দৈনিক ইত্তেফাক

10 JAN 2015

রঞ্জিতা বিশ্বাস

নাজিমউদ্দীন আহম্মদসহ অন্যান্য ডাক্তারের সহায়তায় বাড়ি ফিরে আসেন। পরে সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানি স্বাক্ষরিত একটি "স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র" প্রাপ্ত হন। সনদ নং ১৪৮৭৪২। এরপর ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৯, ২০১৩ সালে দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধা, একজন সাবেক লেফটেন্যান্ট ও উপ-অধিনায়কের সুপারিশ নিয়ে মনিরামপুর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলে জমা দিলেও তারা এর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ও যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি আলাউদ্দীন বলেন, ২০১৩ সালের মে মাসে যাচাই-বাছাই কমিটি তার নামসহ ৯৬ জন মুক্তিযোদ্ধার তালিকা জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে পাঠানো হয়েছিলো।

কুমিল্লা বার্ডে নতুন ডিজির যোগদান

■ কুমিল্লা প্রতিনিধি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

বাড়ির নিরাপত্তা নেই। এ সুযোগে সেখানে অবাধে চড়ছে গরু, ছাগল। দুর্বৃত্তরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে গাছপালা। বসছে অবৈধ বসতি।

জানা গেছে, ব্রিটিশ বেনিয়ারা নীল ব্যবসা পরিচালনার জন্য ১৭৫৭ সালে প্রমত্তা কাজলা নদীর উত্তর পাড়ে প্রতিষ্ঠা করেছিল এই নীলকুঠি। ৭৭ একর ২৮ শতক জমির মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত কুঠি বাড়ির মূল ভবনে ১৫টি কক্ষ আছে। এর মধ্যে ৪টি সাজঘর এবং একটি সার্ভেন্ট কোয়ার্টার ও মসৃণ মেঝের ৩টি বেডরুম ও একটি হল রুম আছে। জনশ্রুতি আছে, সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতেই মসৃণ মেঝের রুম করা হয়েছিল। আর নর্তকীদের পায়ের ছন্দ বাড়াতে এবং গানের সুরের প্রতিধ্বনী ঠেকাতেই নাকি তৈরি করা হয়েছিল কাঠের পাটাতন দেয়া হলঘর। দক্ষিণমুখী মূল ভবনের দক্ষিণে বারান্দা থেকে নদী পর্যন্ত আছে শান বাঁধানো ঘাট। সিঁড়ির দুই পাশে আছে ফুল বাগান। সেই বাগানে

গেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের
করে খুলনার বয়রায় নি
মসৃণ কাঠ লাগানো ছিল
কাঠ প্রতিস্থাপিত করা হ
রাখার সুন্দর বাসা।
প্রদানের জন্য কবুতর
করে কলকাতা ও কাশি
প্রান্তের আস্তাবলে বর্তম

জনশ্রুতি আছে,
ভবনের একটি সাজঘ
পথ ছিল। অবাধ্য নী
এই নীলকুঠিতেই ন
রবার্ট ক্লাইভ ও মীর
থেকে নীলকুঠি দেখ

বালাইনাশক স
কারিগর কমলা

■ মানবেন্দ্র চক্রবর্তী সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) সংবাদদাতা

বালাইনাশক সারের কারিগর কমলা বেগম (৪৫) পেয়েছে সুখের সংসার। পাটের দানা, নিমপাতা, মেহগিনির ফল, বিষ কাটালী আর গাদা ফুলের পাতা পানিতে জাল করে কাপড় দিয়ে স্প্রে করে জৈব বালাইনাশক সার তৈরি করতে পারেন সে। এছাড়া গোবর, কলার খোসা, ধানের খর, কচুরিপানা ও কয়েকটি কেঁচো একত্র করে একটি চারে ১৫ দিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে কেঁচো সার বানিয়ে

টিনের ঘর। অন্যের গরু, বাছুর বর্গা নিয়ে জমি আবাদ এবং কাঁথা সেলাই করে বিক্রি করতাম। একদিন পরিচয় হয় বারসিকের বিউটি আপার সাথে। সে আমাকে পরামর্শ দেন কিভাবে সংসারে উন্নতি করা যায়। নিয়ে যান বাইতরা গ্রামে রূপশী মন্ডলের বাড়িতে। শিখে আসি কেঁচো দিয়ে জৈব সার আর বালাইনাশক বানানোর আবিষ্কারটি। এর পর আমি অন্যের ৩ বিঘা জমি লিচ নেই। আখ, কলা, আবার কলা বাগানের নিচেই বেগুন মরিচ ও পেঁপে গাছ লাগাই। যা কিনা